দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

23 ... 2007

ইডেনে অধ্যক্ষসহ ৩০ শিক্ষক পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ

☐ সংঘর্ষের ঘটনায় ৫ ছাত্রদল নেত্রী বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স ফাইনালে দুই পরীক্ষার মধ্যে ব্যবধান কমানোর দাবিতে ইডেন কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা প্রশাসনিক ভবনে অধ্যক্ষসহ ২৫/৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সোমবার টানা ৫ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। এদিকে ১৬ই জুলাই কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দু' গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত ৫ ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে কর্তৃপক্ষ হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যে ব্যবধান কমানোর দাবিতে ছাত্রীরা বেশ কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছে। একই দাবিতে তারা ১৫ই জুলাই কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে রাখে; কিন্তু তাদের দাবি মানা হয়নি। গতকাল দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে কলেজের জরুরি সভা চলছিল। এ সময় শতাধিক ছাত্রী এসে প্রশাসনিক ভবনের প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। বিপুলসংখ্যক পুলিশ এসে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে গেট খোলার জন্য বারবার ছাত্রীদের কাছে অনুরোধ জানানো হয়; কিন্তু ছাত্রীরা তাদের লিখিত আবেদনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে অধ্যক্ষ সই না করা পর্যন্ত গেট খুলবে না বলে জানায়। অধ্যক্ষ তাতে রাজি না হলে প্রশাসনিক ভবনের বাইরে ছাত্রীরা বিক্ষোভ করতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় অধ্যক্ষের নেতৃত্বে শিক্ষকরা পেছনের গেট দিয়ে বের হয়ে প্রধান গেটে আসলে ছাত্রীরা বাধা দেয়।

এ সময় ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যক্ষের তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রীরা অধ্যক্ষের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ছেড়ে দেয়। ছাত্রীরা জানায়, গত পরীক্ষাগুলোতে সপ্তাহে একটি পরীক্ষা দিতে হতো। এবার সেখানে দু'টি পরীক্ষা দিতে হবে। এর ফলে পরীক্ষার মধ্যে প্রতিটি বিষয়ের যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নয়। তারা আরও জানায়, তাদের দাবি না

ইডেনে ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

ইডেনে ঃ অবরোধ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ গতকাল এক জরুরি সভায় ১৬ই জুলাইয়ের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের হোস্টেল থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয়, এরা আর কেউই হলে অবস্থান করতে পারবে না। বহিষ্কৃতরা হলেন ছাত্রদল নেত্রী আসমা আহমেদ লাকি, হালিমা বেগম বুলবুলি, তাসলিমা আক্তার রুমকি, মাহমুদা সুলতানা রুবিনা ও সেলিনা পারভীন। জানা গেছে, এদের কারওই ছাত্রত্ব নেই।